ধূলিমলিন উপহার
রামাদান

মূল
শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

পরিমার্জন এবং ভাষা সম্পাদনা
সাজিদ ইসলাম

শর'ঈ সম্পাদনা
মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

সীরাত পাবলিকেশন

সূচী

শুরুর কথা ৮

নফসকে শিকলবদ্ধ করুন ১০

আল্লাহর পথে যাত্রা..১৮

শুধু আমার রব জানেন ২৪

"সাওম কেবল আমারই জন্য" ৩১

রামাদানে নারীরা... ৩৯

"সুশীতল বাতাসের পরশে রোমাঞ্চিত হও" ৪৭

শুরু হোক প্রতিযোগিতা..৫৪

তাওবা এবং ইনাবা ৫৯

তিনি তো ফিরিয়ে দেবেন না ৭০

যে তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না ৭৮

হাজার সৈন্যের চেয়েও মূল্যবান এক আঙুল................................... ৮৪

হারিয়ে যাওয়া ইবাদাতগুলো পুনরুজ্জীবিত করুন.............................৮৮

কুরআনকে বন্ধু বানান ৯৬

কুরআনের শক্তি এবং প্রভাব ১০৪

এক দিরহাম দানে হাজার দিরহামের সাওয়াব ১১২

সাওমের মিষ্টতা ১২১

ভুলে যাওয়া ইতিহাস: আন্দালুস বিজয় ১৩০

রামাদানের শেষ দশ দিন ১৩৯

ইতিকাফ: আল্লাহ্‌র ঘরে, আল্লাহর সাথে ১৪৪

লাইলাতুল ক্বদর ১৫০

রামাদান এবং আইন জালুতের যুদ্ধ.. ১৫৯

ইযযাহ: সম্মান কেবল ইসলামে.. ১৭৪

জিহ্বার সংযম.. ১৮৭

বিদায় রামাদান.. ২০৩

শাইখ পরিচিতি.. ২১৮

আল্লাহর পথে যাত্রা

মহান রবের ইবাদাতকে উপভোগ করার জন্য রবের সাথে আমাদের আত্মার বন্ধন মজবুত হওয়া চাই। কারণ ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ, আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য দরকার উপযুক্ত প্রস্তুতি। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে মূসা (ﷺ)-এর কথোপকথনের ঘটনাটি একটি উদাহরণ হতে পারে। কুরআনে উল্লেখিত এই ঘটনায় মূসা (ﷺ) আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

> **"হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার কাছে এলাম, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন।" (সূরাহ ত্ব-হা: আয়াত ৮৪)**

মূসা (ﷺ) আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিলেন। ফিরাউনকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ তায়ালা মূসা (ﷺ) ও বনী ইসরাইলের জন্য একটি সময় ও স্থান নির্বাচন করে দিলেন। মহান রব তাঁর বান্দা মূসা (ﷺ)-কে তুর পাহাড়ের নিচে আসতে বললেন। মূসা (ﷺ) হারুন (ﷺ)-কে বনী ইসরাইলের সাথে রেখে একাকী আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য বেরিয়ে পড়েন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত তূর পাহাড়ের দুরুত্ব যত ঘনিয়ে আসছিল, মূসা (ﷺ)-ও গন্তব্যের দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মূসা (ﷺ) তো তাড়াহুড়া না করে ধীরেসুস্থে এগোতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিল তাঁর জন্য এক বিশেষ সাক্ষাৎ—মহা আকাঙ্ক্ষিত। কারণ এই সাক্ষাৎ ছিল স্বয়ং আল্লাহর সাথে! এমন এক সাক্ষাৎ—যা কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না!

মূসা (ﷺ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য, একটিবার তাঁর রবের সাথে কথা বলার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আপনার কাছেও দৈনিক পাঁচবার আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আছে। আসলে রামাদানের প্রতিটা মুহূর্তই আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ। আপনি চাইলে এই সুযোগ গাফিলতি করে পার করে দিতে পারেন, মূসা (ﷺ)-এর মতো তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার সাথে আল্লাহ্র সাক্ষাতে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারেন, কিংবা চাইলে এই সাক্ষাৎ একেবারেই বাতিল করে দিতে পারেন। সিদ্ধান্ত একান্তই আপনার।

কিন্তু কেন মূসা (ﷺ) আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য এত উদগ্রীব ছিলেন? কারণ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ মূসা (ﷺ)-এর জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আর এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পেছনের কারণ হলো, মূসা (ﷺ) আল্লাহর ইবাদাত করতে পছন্দ

করতেন। আপনি যতক্ষণ না আল্লাহর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসাকে তীব্রভাবে উজ্জীবিত করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ইবাদাত করে আনন্দ পাবেন না। কেউ যদি কারো ভালোবাসার প্রত্যুত্তরে তীব্র আবেগ ও ভালোবাসাবিহীন আচরণ করে, তার সেই আচরণে যদি কোনো আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, তাহলে এই ভালোবাসা সস্তা, মূল্যহীন। আপনার প্রধান কাজ আল্লাহ্‌র ইবাদাত। এই ইবাদাতের মাঝে আপনি যদি আল্লাহর প্রতি আপনার আবেগ, তীব্র ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা ঢেলে দিতে পারেন, তবেই সেই ইবাদাত আপনার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু আল্লাহর প্রতি আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার মধ্যে কেন দুর্বলতা দেখা দেয়? কারণ সময়ের সাথে সাথে আমাদের অন্তরের উপরে রা'আন পড়ে যায়। আল্লাহ্‌ বলেন,

> **"কখনো নয়; বরং তারা যা করেছে তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" (সূরাহ্‌ মুতাফফিফিন: আয়াত ১৪)**

রা'আন হলো একটি কালো দাগ। প্রতিবার গুনাহ করার পরে গুনাহ্‌কারীর অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে যায়। যারা তাওবা করে তাদের অন্তর থেকে এই কালো দাগ মুছে যায়। আর যারা তাওবা করে না—এই কালো দাগগুলো তাদের অন্তরকে কালো কয়লার মতো করে দেয়। রামাদান হচ্ছে অন্তর থেকে এই রা'আনকে (কালো দাগ) মুছে ফেলার উৎকৃষ্ট সময়। গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে যে কালো আস্তরণ পড়েছে, তা মুছে ফেলতে হবে। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। হতে পারে গুনাহের দরুন আমাদের অন্তর আজ মৃতপ্রায়। কিন্তু এই মৃত অন্তরকেও জীবিত করা সম্ভব। গুনাহের কারণে অন্তরে যে কালো আবরণ পড়েছে, সেটাও পরিষ্কার করা সম্ভব।

কিন্তু কীভাবে আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি? এজন্য আপনাকে নিতে হবে চারটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

কুরআনকে অন্তরে ধারণ করা

কুরআন তিলাওয়াত করুন, এর অর্থ বুঝুন এবং অর্থ নিয়ে ভাবুন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বোঝার চেষ্টা করুন। আরবি না বুঝলে কুরআনের অর্থ পড়ুন, তাফসীর পড়ুন। তাফসীর ইবনু কাসির পড়ুন, এর অনুবাদ পাওয়া যায় এবং এটা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন। আমাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে, কুরআন বুঝতে হলে আগে এই তালা ভাঙতে হবে।
আল্লাহ্‌ বলেন,

> **"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (সূরাহ্‌ মুহাম্মাদ: আয়াত ২৪)**

এই আয়াতে আসলে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বরং এর মাধ্যমে আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে। এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তারা কুরআনকে বুঝতে পারে না; কারণ তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। কুরআন তিলাওয়াতের সময় কুরআনের ব্যাপারে অসচেতন, অমনোযোগী থাকবেন না। কুরআন তিলাওয়াত করা খুব সহজ, আল্লাহর প্রশংসা করাও খুব সহজ, কিন্তু আপনার মন হয়তো যত্রতত্র ঘুড়ে বেড়াচ্ছে আর আপনার এই মনকে কুরআনের দিকে, আল্লাহর দিকে স্থির রাখাই আপনার জন্য কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> **"আর আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি।" (সূরাহ কাহাফ: আয়াত ২৮)**

আল্লাহ তাদের আনুগত্য করতে কেন নিষেধ করলেন, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল? কারণ অনেকেই আল্লাহর যিকির করে, কিন্তু খুব কম বান্দা-ই যিকিরের সাথে সাথে অন্তরকেও আল্লাহর স্মরণে মগ্ন রাখতে পারে।

আসুন কীভাবে কুরআন পড়তে হয়, তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখি। কীভাবে কুরআনের একটি আয়াত আবু দারদা (ﷺ)-কে উজ্জীবিত করেছিল!

> **"কে আছো এমন, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?" (সূরাহ বাক্বারা: আয়াত ২৪৫)**

আল্লাহকে ঋণ! বান্দা দেবে আল্লাহকে ঋণ! আবু দারদা (ﷺ) এই আয়াত শুনে বিস্ময়ের সাথে নবীজি (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহ আমাদের কাছে ধার চাচ্ছেন?' নবীজি (ﷺ) বললেন, 'হ্যাঁ'। আবু দারদা (ﷺ) বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার হাতটি দিন, আমি কথা দিচ্ছি আমার খেজুর বাগানটি ধার দিব। আবু দারদা (ﷺ) নবীজি (ﷺ)-কে ৬০০টি খেজুর গাছ সমৃদ্ধ সবচেয়ে ভালো খেজুর বাগানটি দিয়ে দিলেন। আবু দারদা (ﷺ)-এর অনেকগুলো বাগান ছিল, তিনি ধনী ছিলেন। তিনি তাঁর সবচেয়ে উত্তম বাগানটিতে গেলেন। কোন বাগানটিতে জানেন? যেখানে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে থাকতেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'সবকিছু গুছিয়ে নাও, আমরা এই বাগান থেকে চলে যাচ্ছি। এই বাগান এখন আর আমাদের নয়, কারণ এই বাগানটি আমি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়েছি।' এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তাঁর স্ত্রী কি অভিযোগ করেছিলেন? বলেছিলেন, কেন, কী হচ্ছে এসব! না, তিনি কোনো অভিযোগই করেননি, কোনো পাল্টা প্রশ্নও না। তিনি চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বাচ্চাদের হাত ধরলেন। তিনি বুঝলেন যে, এই বাগানটি উত্তম ঋণ হিসেবে আল্লাহকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এর মধ্যে যা আছে সেগুলাও আর তাঁদের নয়। কাজেই তিনি বাচ্চাদের হাতে যে খেজুরগুলো ছিল, সেগুলো নিয়ে নিলেন, এমনকি বাচ্চাদের মুখে যা ছিল তাও বের করে রেখে দিলেন। একেবারে শুন্য হাতে বাচ্চাদের নিয়ে তিনি বাগান থেকে বের হয়ে গেলেন।

আল্লাহকে পেতে চাওয়ার তীব্র আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত মানে হচ্ছে এটাই—আল্লাহর কথাকে (কুরআনকে) বুঝতে পারা। কুরআনে যে আদেশ নিষেধ আছে, তা মেনে নেয়া এবং বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের ইতস্তত ভাব বা বাধা সৃষ্টি না হওয়া। যখন নবীজি (ﷺ) আবু দারদা (رضي الله عنه)-এর প্রতিশ্রুতির কথা শুনলেন, তিনি বলেন,

"আবু দারদা (رضي الله عنه)-এর জন্য জান্নাতে এমন অনেকগুলো বাগান আছে।"[৮]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুদান স্মরণে রাখা

অন্তর থেকে পাপের কালো দাগ দূর করে আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির দ্বিতীয় উপায় হলো—আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নিয়ামত ও রহমত স্মরণ করা। মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সে যার দ্বারা উপকৃত হয়, তাকে পছন্দ করে—এটা আল্লাহ তাআলাই মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। মানুষকে কেউ যদি একটি ফুলের তোড়া দেয় বা চাকরি পেতে সাহায্য করে, তাহলে সে উপকারকারীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকে, তার প্রশংসা করে। অনেক সময় এর চেয়েও ছোট ব্যাপারে মানুষ কারো প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তো মানুষকে সবার চেয়ে বেশি কিছু দেন। তিনি এমন সব নিয়ামত দেন—যা আর কেউ মানুষকে দিতে পারে না। শ্রবণশক্তি, জিহ্বা, দৃষ্টিশক্তি, আকাশ, পৃথিবী, রাত আর দিনের ব্যাপারে কুরআনের অনেক আয়াত আছে। কুরআনের এসব আয়াতের উদ্দেশ্য কী? যাতে করে আল্লাহর রহমত আর নিয়ামতের স্মরণ আমাদের অন্তরে দৃঢ় হয় এবং আল্লাহর প্রতি আশা, আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আমাদের অন্তর আলোকিত হয়।

আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে আপনি যত বেশি জানবেন, যত বেশি অনুধাবন করবেন—আল্লাহর কাছে শুকরিয়া প্রকাশের ইচ্ছা আপনার মধ্যে তত বেশি প্রবল হবে। প্রত্যেক দিন আপনার এবং আপনার পরিবারের উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করুন। আর আপনার চারপাশে এমন সব মানুষদের দেখুন—যাদের কিছুই নেই। আল্লাহর নিয়ামতের কথা ভাবুন, এভাবেই আপনার ভিতরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষা উজ্জীবিত হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি ঘুম থেকে নির্বিঘ্নে উঠলাম যখন অনেকেই কারাগারে বন্দী, অনেকের উপরই বোমা বর্ষন করা হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ! আমি সুস্থ আছি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ সারাদিন চলার জন্য আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। নবীজি (ﷺ)-এর এই হাদিসটি স্মরণ করুন, "ব্যক্তি নিজ ঘরে ঘুম থেকে নিরাপদে এবং সুস্থভাবে উঠল, এবং এমনভাবে উঠল যে তার কাছে ঐ দিনের জন্য রিযিক আছে, তবে সে যেন দুনিয়ার সকল কিছু পেয়ে গেল।"

---

[৮] মুসলিম: ২২৮৩